

প্রশ্ন

ইসলামে ব্যক্তি নিজের নিজের চিকিৎসা করা সংক্রান্ত কিছু বধি-বিধান আমি জানতে চাই। আমি বিয়ের পর একটি কঠিন সময় অতিবাহতি করছি। আমার স্বামী আমাকে অবহেলা করে। আমি ঠিক জানি না যে, এটা কি ইচ্ছা করে করে; নাকি অনিচ্ছাকৃত। সারাদিন সে তার কম্পিউটার ও মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। গইম খেলে, বন্ধুদের সাথে অনবরত কথা বলে যায়। আমি তার সাথে একটি কথা বলারও অধিকার রাখি না। যাতায়ে করে তাকে তার মোবাইল থেকে বচিহ্নিত হতে না হয়। সারাদিন সে সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা অবচিহ্নিতভাবে আমার সাথে সময় কাটায়। বগিত দুই বছরে এই ইস্যু নিয়ে আমরা অনেকে ঝগড়াঝাটতি জড়িয়েছি। কিন্তু শেষে আমি ধৈর্য ধরার এবং চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমি বিষণ্ণতা, প্রত্যাখ্যান, দুঃখ ও একাকীত্ব অনুভব করছি। আমি ঘুমাতো পারছি না। তাই আমি Muscle relaxant (পেশী শ্লথন) খাচ্ছি; যে প্রকারটি ডাক্তারের প্রসেক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু আমি এখন অনুভব করছি যে, আমি এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আমার মাঝে অনেকে হতাশা, উদ্বেগিতা রয়েছে। কিন্তু এই Muscle relaxant (পেশী শ্লথন) খাওয়ার সাথে সাথে আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং শান্ত হয়ে জগে উঠি। কোন ডাক্তার আমাকে এই ঔষধ লখি দেননি। আমার ভালভাবে ঘুমাতো না পারার ইতিহাস রয়েছে। আমি এই ঔষধগুলো মাঝে মাঝে ব্যবহার করি। এই ঔষধটি এক ডোজ খাওয়ার ৩০ থেকে ৪০ মিনিটে মধ্যে এর ইফেক্ট শুরু হয় এবং চার থেকে ছয় ঘণ্টা এর প্রভাব থাকে। কিন্তু এর পরেও এই ঔষধ আমাকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে প্রশান্ত রাখে। আমি জানি যে, ইসলামে মাদকদ্রব্য সেবন হারাম। আমার নিজের সিদ্ধান্তে এই ট্যাবলেটগুলো গ্রহণ করার কারণেও কি আমার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যমেন- ভাল আচরণ করা, ভরণপোষণ ও বাসস্থান দয়া, সত্বে টকিয়ে রাখানো, আবগে-অনুভূতির চাহিদা পূরণ। এ অধিকারগুলোর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলিল রয়েছে।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপরও স্বামীর কিছু প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। যমেন- ভাল আচরণ, যথাযথ ক্ষত্রে আনুগত্য করা, উপভোগ করার সুযোগ দয়া, স্বামীর সেবা করা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাসার বাইরে না যাওয়া। ইতিপূর্বে 10680 নং



প্রশ্নোত্তরে এই অধিকারগুলো বর্ণনা করা হয়েছে।

আপনার স্বামী আপনার প্রতি অমনোযোগী মরমে যে বিষয়টি উল্লেখ করছেন সটোর সমাধান হলো পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং উভয়ের জন্য উপযুক্ত কিছু কাজ খুঁজে বের করা। যমেন- ইলমে দ্বীন হাছলি করা, কুরআনে কারীম মুখস্ত করা, অবসর সময়ে ঘুরতে বের হওয়া এবং মোবাইল এর ব্যবহার কমানো ইত্যাদি।

দুই:

ঘুমের ঔষধ ও প্রশান্তিদায়ক ঔষধ নরিভরযোগ্য ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা নাজায়যে। কেননা এ ঔষধগুলোর মধ্যে কোন কোনটিকে মাদকদ্রব্য রয়েছে। কোন কোনটির সবেন এক পর্যায়ে নশোগ্রস্ততায় পর্যবসতি হয়। আর কোন কোনটির উপকারের চয়ে ক্ষতি বশো।

তাই এ ধরণের ঔষধ গ্রহণে নিজের থেকে সদিধান্ত নয়ো উপরোক্ত কারণে নষিদিধ।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসে করা হয়: ঘুমের ঔষধ কথিবা যটোকে প্রশান্তিদায়ক ঔষধ বলা হয় সটোর হুকুম কি? এটি কি মাদকদ্রব্যের অধীনে পড়বে; নাকি পড়বে না? যদি জরুরী হয়ে পড়ে কথিবা ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে সক্ষেত্রে কি এটি গ্রহণ করা জায়যে হবে?

তনি জিবাব দনে: এই ঔষধগুলো সবেন করা নাজায়যে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দিয়ে তাহলে একজন বজিঃ সমঝদার ডাক্তারের অনুমতপ্রাপ্তির শর্তে জায়যে আছে। কেননা এই ঔষধগুলো বপিদজনক। মস্তস্কিরে উপর এগুলোর বরিপ প্রভাব রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এই ঔষধগুলো ব্যবহার করে ঐ সময় সে শান্ত ও কামল হয়ে যায়। তবে পরবর্তীতে এর চয়ে গুরুতর অনষ্টি ঘটবে। যা জানা গুরুত্বপূর্ণ সটো হলো প্রয়োজন হলে এই ঔষধগুলো ব্যবহার করা জায়যে আছে। তবে শর্ত হলো ডাক্তারের সদিধান্ত ও পরামর্শ মাফকি হতে হবে।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ক্যাসটে নং ৮২/প্রথম পঠি)]

তনি:

যে ঔষধগুলোতে কঐচ্ছতি মাদকদ্রব্য রয়েছে এসব ঔষধের মূল বধিন হলো হারাম ও নষিদিধ হওয়া। কন্তু যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন কোন ঔষধ ব্যবহার করা সুনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে এবং এর স্থলাভিষিক্ত অন্য কোন বধি ঔষধ না থাকে সক্ষেত্রে নমিনোক্ত শর্ত সাপক্ষে এসব ঔষধ ব্যবহার করা জায়যে:

১। রোগীর জন্য এই ঔষধটি ব্যবহার করার চাহিদা জরুরী অবস্থা কথিবা তীব্র প্রয়োজনের পর্যায়ে পৌঁছা।

২। একজন নরিভরযোগ্য মুসলিম ডাক্তার সাক্ষ্য দয়ো যে, মাদকদ্রব্য সম্বলতি এই ঔষধটিতে রোগীর জন্য উপকার রয়েছে।



৩। এই ঔষধটির ততটুকু পরিমাণ ব্যবহারেরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যতটুকু ব্যবহারেরে মাধ্যমে জরুরী প্রয়োজন মটি যাবে।

৪। এই ঔষধটি ব্যবহারেরে ফলে রোগীর আরও অধিক কষ্ট না হওয়া কথিবা যে কষ্টের কারণে ব্যবহার করা হয়েছে এর সম প্রয়ায়রে কষ্ট না ঘটা।

আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে- আপনি যে ঔষধটি ব্যবহার করছেন এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ননি এবং সাধারণভাবে ঔষধের ব্যবহার কমিয়ে দনি এবং আপনার বসিগ্ণতা ও উদবগ্নিতার চকিৎসা শরয়ী উপায়ে করুন; যমেন- কুরআন তলোওয়াত করা, আল্লাহর যকিরি করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা। এগুলোর মাধ্যমে আপনার অন্তর প্রশান্ত থাকবে এবং দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” [সূরা রাদ, ১৩:২৮]

এবং উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেতে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন: “হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) চলে এসছে এবং তাকে অনুসরণ করবে তার অনুবর্তী (দ্বিতীয় ফুৎকার)। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজরি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজরি।” উবাই বলেন: আমি বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়ি। অতএব, আমি আপনার প্রতি দরুদ পড়ার জন্য (দোয়ার) কতটা সময় নরিদষ্টি করব?’ তিনি বললেন: “তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর।” আমি বললাম: ‘এক-চতুর্থাংশ?’ তিনি বললেন: “যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।” আমি বললাম: ‘অর্ধেক (সময়)?’ তিনি বললেন: “তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা তোমার জন্য ভাল।” আমি বললাম: ‘দুই-তৃতীয়াংশ?’ তিনি বললেন: “তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর তবে তা তোমার জন্য উত্তম।” আমি বললাম: ‘আমি আমার (দোয়ার) সম্পূর্ণ সময় দুরূদে জন্য নরিদষ্টি করব!’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার পাপ মোচন করা হবে।” [সুনানে তরিমযি (২৪৫৭); আলাবানী হাদিসটিকে ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে ‘হাসান’ বলেছেন]

তুহফাতুল আহওয়াযি গ্রন্থে বলা হয়েছে: “আমি আপনার প্রতি দরুদ পড়ার জন্য (দোয়ার) কতটা সময় নরিদষ্টি করব?” অর্থাৎ ‘আমি আমার নিজের জন্য দোয়ার বদলে’ মল্লা আলী ক্বারী এভাবে বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া অন্তর প্রসন্ন হওয়া, মন ভালো হওয়া, দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার মহান উপায়।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আপনার স্বামীকে সংশোধন করে দেন এবং আপনার দুশ্চিন্তা ও বসিগ্ণতা দূর করে দেন।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।